MAR. 1 4 1999

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকবিলায় স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের ভূমিকা

বিশেষ শিক্ষা, উচ্চ বুদ্ধিমত্তার শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ, ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান, শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

শিক্ষাক্রম ঃ কোন শিক্ষাক্রমই অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন নয়। জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবিকাশমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার এবং নবায়ন প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নবায়ন ও পরিমার্জনের পদক্ষেপ নেয়া হয় ১৯৯৩ সালে। ১৯৯৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ও হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্টের সহায়তায় কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম ১৯৯৮ হতে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে ঃ এ স্তরের শিক্ষাক্রমকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা । বিশেষ করে এ অঞ্চলের দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার সমমানসম্পন্ন করা। জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এমনভাবে শিক্ষাক্রমকে পুনর্বিন্যস্ত করা যাতে শিক্ষার্থী আত্মকর্মসংস্থান ও উপার্জনে সক্ষম হয়। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে জীবনমুখী করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ, মাদ্রাসা এবং বৃত্তিমূলক- এই তিনটি শিক্ষা উপব্যবস্থায় বিন্যস্ত করে সে অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর

সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থায় যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রয়েছে, সেগুলো হলো ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ধর্মশিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, চারু ও কারু কলা, এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ ৯টি বিষয় আবশ্যিক পাঠ হিসাবে নির্ধারিত রাখা হয়েছে। এছাড়া আরবী, সংস্কৃত এবং পালি-এর মধ্যে থেকে যেকোন একটি বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষার্থীরা নিতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তর

নবম ও দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীকে ৫টি আবশ্যিক বিষয় পড়তে হবে। বিষয়গুলো হলো বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ধর্মশিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান/সাধারণ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শাখার শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণ বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়তে হবে। এই ৫টি বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা (১) বিজ্ঞান, (২) মানবিক ও (৩) ব্যবসায় শিক্ষা—এই তিনটি শাখার নৈর্বাচনিক বিষয়গুচ্ছ থেকে ৩টি বিষয় পড়বে। এছাড়াও এ স্তরের শিক্ষার্থীরা ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় পড়তে পারবে। ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া এই স্তরের মোট নম্বর হবে ১০০০।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে সাধারণ আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ক) বাংলা এবং খ) ইংরেজী পড়তে হবে। সাধারণ আবশ্যিক বিষয় ছাড়া শিক্ষার্থীকে যেকোন একটি শাখা (বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও ইসলাম শিক্ষা) থেকে তিনটি বিষয় নিতে হবে। এ স্তরে ২০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া এই স্তরে মোট নম্বর হবে ১০০০। দেশে বর্তমানে তিন ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে ১। সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থা, ২। মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থা, ৩। বৃত্তিমূলক শিক্ষা উপব্যবস্থা। পূর্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তিনটি উপব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য বর্তমানে চালু তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বর্ধিত করার জন্য শিক্ষা কাঠামোর পরিমার্জন করা হয়।

নতুন শিক্ষাক্রম - মাধ্যমিক স্তর

ক) ভাষা (বাংলা ও ইংরেজী), খ) গণিত, গ) কম্পিউটার শিক্ষা, ঘ) সাধারণ বিজ্ঞান, ঙ) রসায়ন বিজ্ঞান, চ) পদার্থ বিজ্ঞান, ছ) অর্থনীতি, জ) পৌরনীতি।

নতুন শিক্ষাক্রম— উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

ক) মাতৃভাষা বাংলা, খ) বিদেশী ভাষা ইংরেজী, গ) গণিত, ঘ) অর্থনীতি, ঙ) কৃষি শিক্ষা, চ) জীব বিজ্ঞান, ছ) মনোবিজ্ঞান, জ) সমাজ বিজ্ঞান, ঝ) রসায়ন বিজ্ঞান, ঞ) যুক্তিবিদ্যা, ট) পদার্থ বিদ্যা, ঠ) গৃহ ব্যবস্থাপনা, শিশুবর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়নই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে যে সব সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে হবে তা হলো ঃ ১। শিক্ষার্থীদের মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে। ২। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অন্তরে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা, ৩। শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয়, আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, অর্থাৎ সৎ চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ মানুষ তৈরি করা। ৪। ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলীর সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন। ৫। শিক্ষার্থীকে তার নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া এবং তার সৃজনশীলতাকে লালন করা। ৬। শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ, সৃজনশীল উৎপাদনক্ষম জনশক্তি তৈরি করা। ৭। শিক্ষাকে জীবনমুখী ও কর্মমুখী করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা। ৮। শিক্ষার্থীকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। ৯। মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্তচিন্তা, জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটানো।

উনিশ শত ষাটের দশকে Educational Communication নামে যেসব বিষয়বস্তু শিক্ষা কর্মীদের মধ্যে আলোচিত হতো সত্তরের দশকে এসে সেগুলোই ক্রমে শিক্ষা প্রযুক্তির ধারণায় রূপ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী Technology শব্দটি গ্রীক Technologia থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যার অর্থ রীতিবদ্ধ পরিচালনা বা ...stematic Treatment। কোন সমস্যার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ করে তার ...বের করা।

(চলবে)